মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ফেনসিডিলসহ টনিক আটক

৪ বোতল ফেনসিডিলসহ টনিক হোসেন নামের এক ব্যক্তিকে আটক করেছে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ।

টনিক মেহেরপুর সদর উপজেলার খোকশা গ্রামের আব্দুস সহিদের ছেলে।

গোপন সংবাদের ভিত্তিত্বে শনিবার (৬ আগষ্ট) দিবাগত মধ্যরাতে টনিকের বাড়িতে সদর থানা পুলিশের একটি ইউনিট অভিযান চালিয়ে ৪ বোতল ফেনসিডিলসহ তাকে আটক করেন।

সদর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) সঞ্জীব পালের নেতৃত্বে এএসআই শাকিলসহ সঙ্গীয় ফোর্স এ অভিযান পরিচালনা করেন।

এসআই সঞ্জীব পাল জানান এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে থানায় একটি মামলা হয়েছে। আটক টনিককে আজ রবিবার (৭ আগষ্ট) সকালের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

নতুন ভাড়া নির্ধারণে সরকার ও ফেডারেশনের দিকে তাকিয়ে মালিক সমিতি

৫ আগষ্ট শুক্রবার রাত ১২ টার পর থেকে সরকার জ্বালানী তেলের দাম বৃদ্ধি করেছে অস্বাভাবিকভাবে। শনিবার আগের ভাড়ায়ই গণ পরিবহণগুলোতে যাত্রীদের কাছ থেকে ভাড়া আদায় করেছেন।

এখনও মেহেরপুর জেলা বাস মালিক সমিতির পক্ষ থেকে ভাড়া বাড়ানোর ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত নেননি। তাকিয়ে আছে কেন্দ্রীয় ফেডারেশন ও সরকারের দিকে। মেহেরপুর জেলা মটর মালিক সমিতির নিয়োগকৃত স্ট্যাটার নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, আমাদের উপর মালিক

সমিতির কোনো নির্দেশনা আসেনি।

চুয়াডাঙ্গা টিকিট কাউন্টারের স্ট্যাটার মাষ্টার ছমির উদ্দীন ও কুষ্টিয়া মালিক সমিতির নিয়োগকৃত স্ট্যাটার মাষ্টার আক্তারুজ্জামান বলেন আমাদের উপর মালিক সমিতির কোনো নির্দেশনা না আসায় মেহেরপুর থেকে কুষ্টিয়াগামী যাত্রীর জন প্রতি ১০৯ টাকা, মেহেরপুর থেকে চুয়াডাঙ্গাগামী যাত্রীদের কাছ থেকে ৫২ টাকা আদায় করা হচ্ছে। হয়তোবা কাল থেকে নতুন ভাড়া তালিকা দিলে আমরা সেটাই ফলো করে ভাড়া আদায় করবো।

আলহাজ পরিবহনের চালক আবুল কাশেম বলেন, আজ থেকেই বাসের যাত্রী কমে গেছে। এখন বাসের ভাড়া বাড়লে যাত্রীদের সাথে বাসের সুপারভাইজার (ভাড়া আদায়কারী) সাথে ঝগড়া ঝাটি লেগেই থাকবে।

এদিকে আগামীকাল রোববার থেকে সরকারী, বেসরকারি সব অফিস আদালত ও স্কুল কলেজ খুলতে শুরু করেছে। ভাড়া বাড়লে সাধারণ যাত্রীদের সীমাহিন দূর্ভোগ বাড়বে।

মেহেরপুর জেলা মটর মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও মেহেরপুর জেলা পরিষদের প্রশাসক গোলাম রসুল বলেন, সরকার অস্বাভাবিক জ্বালানী তেলের মূল্য বাড়িয়েছে। গতবার জ¦◌ালানী তেলের মূল্য বাড়ানোর সময় গণ পরিবহণের ভাড়াও নির্ধারণ করে দিয়েছিল। এবার হয়তোবা ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দের সাথে বসে ভাড়া নির্ধারণ করে দেবে।

বিষয়টি সরকারের পক্ষ থেকে দেরি করলে ফেডারেশন হয়তো গাড়ি ঘোড়া বন্ধ রেখে সিদ্ধান্ত নিয়ে তার পর ভাড়া নির্ধারণ করবে। যাই হোক আমরা আমাদের ফেডারেশন ও সরকারের দিকে তাকিয়ে আছি।

গাংনীতে মাদকাসক্ত স্বামী যৌতুকের জন্য স্ত্রী নির্যাতন

যৌতুকের দাবীতে আবারো আগের মতই নির্যাতন আর অত্যাচার। শুধু আমাকে নয়, আমার এক মাস ২২ দিন বয়সী ছেলে সামিরকে ফেলে দিয়ে একটি

পা ভেঙ্গে দিয়েছে আমার স্বামী। যে কারনে আদালতে মামলা করেছিলাম।

অনেক লোকজন শালিস মিমাংশা করে নতুন করে নিয়ে আসে। কিন্তু সে ভাল হয়নি। ফিরে গেছে মাদকের রাজ্যে। এভাবেই নির্যাতনের বর্ণনা করলেন নির্যাতিত মৌসুমী খাতুন। শনিবার সকালের দিকে স্বামী সুমন হোসেন মৌসুমী খাতুনকে বাবার বাড়ি থেকে টাকা আনতে বলেন। মৌসুমী টাকা আনতে পারবেনা বলে জানালে শুরু হয় নির্যাতন।

জানা গেছে, প্রায় ৬ বছর আগে গাংনী উপজেলার খাসমহল গ্রামের স্কুল পাড়া এলাকার আবের আলীর মেয়ে মৌসুমী খাতুনের সাথে একই উপজেলার ছাতিয়ান গ্রামের আনারুল ইসলামের ছেলে সুমন হোসেনের বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকেই যৌতুকের জন্য মৌসুমীর উপর নির্যাতন করে আসছিল সুমন। ওই সময় মৌসুমীর একটি সন্তান হয়।

এক পর্যায়ে সে সুমন হোসেনকে তালাক দিয়ে পিতার বাড়িতে চলে যায়। স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা তাদের সংসার পুনরায় জোড়া লাগিয়ে দেন। বাড়িতে নিয়ে এসেই আবারো শুরু করে নির্যাতন। মৌসুমী জানান এবার আর তার সাথে সংসার নয়, এবার তার বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মেহেরপুরে পূর্ব পরিকল্পিতভাবে ধারাল অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে জখম

পূর্ব শত্রুতার জের ধরে মেহেরপুর সদর উপজেলার ইসলামপুর গ্রামে মানিক হোসেন (৪০) নামের এক ব্যক্তিকে হামলা চালিয়ে রক্তাক্ত জখম করেছেন। আহত মানিক হোসেন ইসলামপুর গ্রামের আমিনুল ইসলাম ইসলামের ছেলে।

শুক্রবার দিবাগত রাত সাড়ে ১০ টার দিকে বাজারের উপর অর্তকিত হামলা চালিয়ে তাকে আহত করেন প্রতিপক্ষরা।

আহত মানিকের চাচাত ভাই ব্যবসায়ী আব্দুর রব রতন জানান, গত বছর আমার এক বিঘা জমি লিজ নিয়ে মিজার নামের একজন কচু আবাদ করেন। সময়

পার হয়ে গেলেও সে জমি থেকে কচু উত্তোলন করেনি।

এনিয়ে গত বছরে স্থানীয়ভাবে শালিস বৈঠকও হয়েছে। পরে কিছুদিন সময় দিয়েও সে কচু জমি থেকে না উঠালে আমি সেই জমি চাষ করে ফেলি। নিয়ে তাদের সাথে আমার শত্রুতা ছিল।

শুক্রবার আমার জমিতে বাঁশের খুটি পুতে পাট শুকানোর চেষ্টা করে তারা। পাট শুকাতে নিষেধ করাই আব্দুল মান্নানের ছেলে আলমগীর হোসেন, হেতাল আলীর ছেলে মিলন হোসেন, লিটন হোসেন, আব্দুল মান্নান ও তার ছেলে জাহাঙ্গীর হোসেন পূর্ব পরিকল্পিতভাবে লাঠি শোঠা ও ধারাল অস্ত্র দিয়ে মানিক হোসেনের উপর হামলা করে।

আহতাবস্থায় তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করি। তার মাথায় ৪ টি সেলাই হয়েছে। এছাড়া শরীরের বিভিন্ন স্থানে মারপিটের দাগ রয়েছে।

এঘটনায় ৫ জনকে আসামী করে মেহেরপুর সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের ছাত্র সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল

ভোলায় পুলিশে গুলিতে নিহত ছাত্রদলের সভাপতি নূরে আলম নিহত হওয়ার প্রতিবাদে মেহেরপুর জেলা তৃণমূল ছাত্রদলের উদ্যেগে ছাত্র সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার বিকেলে মেহেরপুর শহরের বড় বাজার এলাকায় জেলা বিএনপি’র কার্যালয়ে এ ছাত্র সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। বিক্ষোভ মিছিলটি মেহেরপুর শহরের বড় বাজার এলাকার জেলা বিএনপি’র কার্যালয় থেকে শুরু হয়ে প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে এসে শেষ হয়।

মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি নাহিদ মাহবুব সানির সভাপতিত্বে ছাত্র সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন,

জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি ওমর ফারুক লিটন। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন,জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক অধ্যাপক ফয়েজ মোহাম্মদ।

এছাড়া বক্তব্য রাখেন, জেলা যুবদলের যুগ্ম সম্পাদক হুজাইফা ডিক্লেয়ার, ছাত্রদলের যুগ্ম সম্পাদক ফরিদুল ইসলাম মিন্টু,সহ সাংগঠনিক সম্পাদক লিটন উদ্দিন, যুবদল নেতা শফিকুল, সদস্য খাইরুল।

এসময় জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সাধারন সম্পাদক অ্যাড. নজরুল ইসলাম,পৌর ছাত্রদল নেতা ফুর্তি হাসান, রাব্বি, সোহাগ, বিল্লাল। সদর থানা ছাত্রদল নেতা রাজু, জয়নাল। মুজিবনগর উপজেলা ছাত্রদলের নেতা রুবেল, নাহিদ,নাদিম, আমঝুপি ইউনিয়ন ছাত্রদল নেতা নয়ন, রাজু, ফারিদুল, কুতুবপুর ইউনিয়ন ছাত্রদল নেতা জুবায়ের, জাহিদসহ অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

যুবদল নেতা মনিরুল ইসলাম মনির সঞ্চালনায় সভাপতির বক্তব্যে নাহিদ মাহবুব সানি বলেন,নূরে আলম ভাই জীবন দিয়েছে বাংলাদেশের সকল জনগণের জন্য,বাংলাদেশের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের জন্য। স্বাধীন বাংলাদেশ আজকে স্বাধীন নয়,দেশ এখন পরাধীনতার শিকলে বন্দি। এই শিকল ভাঙ্গতে আমাদের সকলকেই ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

পরে নিহত নূরে আলমের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুরে পাওনা টাকা চাওয়ায় মারপিট

পাওনা টাকা চাওয়ায় আল মামুন (৩৫) নামের এক ব্যাক্তিকে পিটিয়ে হাসপাতালে পাঠিয়েছে প্রতিপক্ষ। আহত আল মামুন সদর উপজেলার বাড়িবাকা এলাকার বোর্ডপাড়ার ইউনুস আলীর ছেলে।

শনিবার সকালের দিকে এ মারপিটের ঘটনা ঘটে। আল মামুনের ভাস্তে সাইফ জানান, হাসিবুল নামের এক ব্যক্তির কাছে আল মামুন ৭শ টাকা পাবেন।

সেই টাকা চাইতে গিয়ে বাকবিতন্ডা হয়।

এক পর্যায়ে বেদম মারপিট করে হাসিবুল। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা নেয়া হয়।

পরে গণ্যমান্য ব্যক্তি ও ইউপি সদস্য স্থানীয়ভাবে শালিস বৈঠক করে মিমাংসা করে দিয়েছে। হাসিবুল মারপিট করার অপরাধে নিজের দোষ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করে।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসারের বিরুদ্ধে তদন্ত কমিটি গঠিত

রোগীকে ভূঁয়া সনদ প্রদানের অভিযোগে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার ডা. এমকে রেজার বিরুদ্ধে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠণ করা হয়েছে।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জুনিয়র কনসালটেন্ট (এনেসথেসিয়া) ডাক্তার জাহিদুর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত তিন সদস্যের অন্যান্য সদস্যরা হলেন, আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডা. মারুফ, মেডিকেল অফিসার ডা. আদিলা আজহার।

গাংনী উপজেলা আগামী ৭ কর্মদিবসের মধ্যে এই তদন্ত রিপোর্ট জমা দেওয়ার নিদের্শ দেওয়া হয়েছে।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. সুপ্রভা রানী বলেন, গাংনী উপজেলার সহড়াতলা গ্রামের জনৈক সুজন নামের এক ভূক্তভোগী মেহেরপুর সিভিল সার্জনের কাছে ডাক্তার এমকে রেজার বিরুদ্ধে একটি লিখিত অভিযোগ দিলে সেটি তদন্তের জন্য গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের নিকট তদন্তের নির্দেশ দেন।

সে নির্দেশনা মোতাবেক আজ শনিবার (৬ আগষ্ট) এ কমিটি গঠণ করে ৭

দিন সময় বেধে দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, অভিযোগকারী সুজনের স্ত্রী পারিবারিক কলহের জের ধরে গত বছরের ফেব্রুয়ারী মাসে তার বিরুদ্ধে আদালতে যৌতুকের দাবীতে নারী নির্যাতনের একটি মামলা দায়ের করেন। অথচ, গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার এমকে রেজা ওই নারীকে শারীরিক নির্যাতনের একটি মেডিকেল সনদ গত বছরের ২ জুন মাসে দেন। সেই সনদ মামলায় ব্যবহার করছে। এটিকে মিথ্যা ও ভূঁয়া সনদ বলে অভিযোগ করেন ভুক্তভোগী সুজন।

ভুক্তভোগী বলেন, ডাক্তার এমকে রেজা দীর্ঘদিন যাবৎ টাকার বিনিময় একই ধরণের সার্টিফিকেট প্রদান করে আসছেন।তার ইওসি এবং পিজিটি কোর্স করা আছে বললেও এখন পর্যন্ত সে কোনো সার্টিফিকেট কাউকে দেখাতে পারেনি।

মেহেরপুরে ১৬০ বোতল ফেনসিডিলসহ নারী মাদক ব্যবসায়ী আটক

মাদক রিরোধী অভিযান চালিয়ে ১৬০ বোতল ফেনসিডিলসহ হাদিছা খাতুন নামের এক নারী মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ। হাদিছা খাতুন মেহেরপুর সদর উপজেলার দক্ষিণ শালিকা গ্রামের স্কুল পাড়া এলাকার আব্দুল মালেকের স্ত্রী।

শনিবার দিবাগত মধ্যরাতে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের একটি ইউনিট তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে এই ফেনসিডিলসহ তাকে আটক করেন।

এ সময় তার ঘর থেকে ১৬০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়।

সদর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) অরুক কুমার, সঞ্জিব কুমার, এএসআই মাহাবুব, এএসআই ইব্রাহিম, আশরাফুল ইসলামসহ সঙ্গীয় ফোর্স অভিযানে অংশ নেন।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মেজবাহ উদ্দীন আহম্মেদ জানান, আব্দুল মালেকের বাড়িতে ফেনসিডিল মজুদ করা হয়েছে এমন সংবাদের ভিত্তিত্বে ওই বাড়িটিতে অভিযান চালানো হয়। অভিযানে ১৬০ বোতল ফেনসিডিল জব্দ করা হয়েছে। এই সাথে আটক করা হয়েছে হাদিছা খাতুনকে।

ফেনসিডিল উদ্ধারের ঘটনায় হাদিছা খাতুনের নামে পুলিশ বাদী হয়ে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে নিয়মিত মামলা দিয়েছে।

আজ শনিবার (৬ আগষ্ট) বেলা ১১ টার দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে বিভিন্ন মামলার ১৩ আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুর পুলিশের গত ২৪ ঘন্টার অভিযানে বিভিন্ন মামলা ১৩ জন আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

এদের মধ্যে নিয়মিত মামলার ৪ আসামি, আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলার ৩ জন ও সিআর মামলার ৬ জন আসামি রয়েছে।

গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে জিআর মামলায় ২ জন, নিয়মিত মামলার ১ জন, সদর থানা পুলিশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ৪ জন, সিআর মামলায় ১ জন ও নিয়মিত মামলায় ৪ জন এবং মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে সিআর মামলার ২ জন গ্রেফতার হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার (৫ আগষ্ট) সকাল থেকে আজ শনিবার (৬ আগষ্ট) ভোররাত পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করা হয়েছে। এদিকে গত ২ ঘন্টায় মেহেরপুর সদর থানায় ৩ টি ও গাংনী থানায় একটি মামলা এফআইআর করা হয়েছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক, সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেজবাহ উদ্দীন আহম্মেদ ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে পুলিশের পৃথক ইউনিট এই গ্রেফতার অভিযানে অংশ নেন।

গ্রেফতারকৃতদের আজ শানিবার (৬ আগষ্ট) সকালের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

রাত সাড়ে ১০ টায় ফিলিং স্টেশনগুলো বন্ধ, দীর্ঘ লাইন

সরকারি ঘোষণা রাত ১২ টা থাকলেও সেহেরপুরের অধিকাংশ কেল পাম্পগুলোতে রাত ১১ টা কোথাও কোথাও সাড়ে ১০ টা পর্যন্ত জ্বালানী তেল দিয়ে বন্ধ রাখার অভিযো পাওয়া গেছে।

রাত ১২ টার পর জ্বালানী তেলের দাম বাড়ার খবরে মূহূর্তেই পেট্রোল পাম্পগুলোতে শত শত মোটরসাইকেল, মাইক্রোবাস, প্রাইভেট জড়ো হয়। তেলের জন্য শুরু হয় হাহাকার। তবে তেল পাম্পগুলোতে রাত সাড়ে ১০ টার দিকে বন্ধ করে দেওয়ায় মোটরসাইকেল মালিকরা উর্দ্ধোশ্বাসে দৌড়াতে থাকে এক পাম্প থেকে অন্য পাম্পে।

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের গাংনীর মালশাদহ হোসেন ফিলিং স্টেশনটি রাত ১১ টার দিকে বন্ধ করে দেন বলে অভিযোগ করেন ক্রেতারা।

গাংনীর সিনেমা হলপাড়া এলাকার আরোজ আলী ও এনায়েত হোসেন বলেন, আমি রাত সাড়ে ১০ থেকে রাত সাড়ে ১২ টা প্রায় দুই ঘন্টা দাড়িয়ে থেকে পেট্রোল পেয়েছি।

মালশাদ গ্রামের গোলাম কাউছার সবুজ আহম্মেদ বলেন রাত ১০ টার দিকে টেলিভিশন, অনলাইনে ও ফেইসবুকে সব ধরনের জ্বালানি তেলের দাম বাড়ানোর খবর ছড়িয়ে পড়ে। মূহূর্তে কয়েক হাজার মোটরসাইকেল এসে জড়ো হয় হোসেন ফিলিং স্টেশনে। সামান্য আধা ঘন্টা তেল দিয়েই বন্ধ করে দেন কর্তৃপক্ষ।

তবে জেলায় তু একটি ফিলিং স্টেশনে জ্বালানি তেল দেওয়া হলেও অধিকাংশই বন্ধ রাখার অভিযোগ উঠেছে। অনেকেই পেট্রোল না পেয়ে অকটেন কিনে নিতে দেখা গেছে।

বাঁশবাড়িয়ার মেসার্স গাংনী ফিলিং স্টেশনের মালিক অ্যাডভোকেট

ইয়ারুল ইসলাম বলেন, হঠাৎ মোটরসাইকেলআরোহীদের উপচে পড়া ভিড় সামাল দিতে হিমসিম খাওয়ায় ভোক্তা কিছুটা সমস্যায় পড়ছেন।

বাঁশবাড়িয়া গ্রামের সানারুল ইসলাম ও ছাত্রনেতা জাহাঙ্গীর হোসেন বলেন, আজকের দিনে জ্বালানি তেলের দাম বাড়বে অনেকেই জানতো না। আমি ১৫ শ টাকার তেল কিনে নিয়েছি।

মেহেরপুর মেসার্স নুর ফিলিং স্টেশনে তেল নিতে আসা আব্দুর রহমান, হাসানুজ্জামান, শরিয়তুল্লাহ বলেন, জানতামনা জ্বালানী তেলের দাম বেড়েছে। অন্যদিনের মত মোটরসাইকেলে তেল নিতে এসে দেখি ফিলিং স্টেশনে উপচে পড়া ভিড়। তেলের দাবিতে মানুষের আকুল আবেদন দেখে মনে হলো দেশে তেলের জন্য হাহাকার হয়ে পড়েছে।

মফিজুল ইসলাম বলেন, সরকার হুট করে লিটারে প্রায় ৪১ টাকা বাড়িয়েছে। স্বরণকালের মধ্যে এটাই বড় ধরনের দাম বাড়ানো। এটা উচিৎ হয়নি। সরকারের উচিৎ বিষয়টি ভেবে দেখা।

প্রাইভেট চালক রতন আলী বলেন, জ্বালানী দাম বাড়লো এক লাফেই প্রায় ৪০ টাকা এবার ভাড়া বাড়বে।
মেহেরপুর শহরের কামরুল ফিলিং স্টেশন, মেহেরপুর ফিলিং স্টেশন, বামন্দী ফিলিং স্টেশন, কিবরিয়া ফিলিং স্টেশন, মুজিবনগর ফিলিং স্টেশনসহ বিভিন্ন ফিলিং স্টেশনগুলোতে পেট্রোল, অকটেন ও ডিজেলের জন্য মানুষকে হাহাকার করতে দেখা গেছে।

জেলার বিভিন্ন এলাকায় খবর নিয়ে জানা গেছে, কোনো কোনো ফিলিং স্টেশনে আবার রাত ১০টার পর থেকে ২০০, টাকা, কোথায় ৫ শ টাকার বেশি তেল দেওয়া হচ্ছে না। আবার কিছু এলাকায় ফিলিং স্টেশন বন্ধ রেখে কর্মচারী ও মালিক লাপাত্তা হয়েছে।

উল্লেখ্য, বিশ্ববাজারের সঙ্গে সমন্বয় রেখে দেশের বাজারে জ্বালানি তেলের দাম বাড়ানো হয়েছে। বাড়ানোর পর ভোক্তা পর্যায়ে লিটার প্রতি ডিজেল ১১৪ টাকা, কেরোসিন ১১৪ টাকা, অকটেন ১৩৫ টাকা এবং পেট্রোলের দাম ১৩০ টাকা নির্ধারণ করেছে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।